আমাদের সময়

তারিখ ... 31 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

আবারো সেশন জটে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

নাজমুল আলম শিশির শাবি

আবারো সেশন জটে পড়তে যাচ্ছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র ১০ মাসের ব্যবধানে আবারো বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে আবারো আরেক দফা সেশন জটের কবলে পড়তে যাচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই প্রায় তিন বছরের সেশন জট রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আবারো সেশন জট বাড়ার আশঙ্কায় হতাশ হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, টানা ছয় মাস বন্ধ থাকার পর মাত্র ১০ মাস আগে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। সেশন জট কমানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষক সবার প্রচেষ্টায় হরতাল-অবরোধেও সচল ছিল শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে শিক্ষা জীবন আরো দীর্ঘ হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৯৯ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স কোর্স এখনো শেষ হয়নি। এ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা প্রায় তিন বছরের সেশন জটে জর্জরিত। ২০০০ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অনার্স কোর্স শেষ হলেও অনেক বিভাগের মাস্টার্স কোর্স এখনো চালু হয়নি। ফলে প্রায় আড়াই বছরের সেশন জটে রয়েছে ২০০০ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। ২০০১ ব্যাচের রয়েছে দুই বছরের সেশন জট। এ ব্যাচের মধ্যে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স এখনো শেষ হয়নি। বাকি ব্যাচেও এক থেকে দেড় বছরের সেশন জট রয়েছে।

১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেশন জট ছিল না। ১৯৯৬-এর শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় দুই মাস বন্ধ থাকে। একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর ও ১৯৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদলের নেতাদের ওপর ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হামলার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে আরো দুই মাস। ১৯৯৮ সালে বন্যার জন্য বন্ধ থাকে ১৫ দিন। ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন ও হলের নামকরণ জটিলতায় ছাত্রশিবিরের বাধার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে নয় মাস। ওই বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের চাপায় এক ছাত্র আহত হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ১৫ দিন। ২০০০ সালে গ্রেডিং পদ্ধতির নীতিমালা নিয়ে আন্দোলনের কারণে ১২ দিন, ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৬৫ দিন এবং ২০০২ সালে ছাত্র-শিক্ষক-পুলিশ সংঘর্ষের পর ৪৫ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। ২০০৩ সালের শুরুতেই শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে বন্ধ থাকে দুই মাস। ২০০৪ সালের ১৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে বন্ধ থাকে এক মাস।

গত বছরের ১২ মে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে ছয় ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় মোশাররফ হোসেন শামীম নামে এক ছাত্র মারা যায়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ছয় মাস।

প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দীর্ঘ ছয় মাস বন্ধের পর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে গতি ফিরে আসে। হরতাল-অবরোধেও ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক সবাই চায় সেশন জট থেকে বের হয়ে আসতে। কিন্তু ২০ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার হাওয়া এসে লাগে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়েও। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এক যোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে আবারো গভীর সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। সেশন জট থেকে বের হওয়ার জন্য বহু চেষ্টার পরও আবারো সেশন জটের কবলে পড়তে যাচ্ছে।

এদিকে সেশন জটের চিন্তায় অস্থির শিক্ষার্থীরা। চার বছরের অনার্স করতে অনেকের লেগে যাচ্ছে ছয় থেকে সাড়ে ছয় বছর। মাস্টার্স শেষ করতে লাগে অতিরিক্ত আরো তিন বছর। সেশন জটে পড়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ, মর্মাহত ও বাকরুদ্ধ।